মহালক্ষ্মী টকীজের প্রথম নিবেদন
ছবি বিশ্বাস
অভিনীত
মহাসম্পদ
কাহিনী - তুলসী লাহিড়ী
পরিচালনা - সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার
পরিবেশক - ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড

মহালক্ষ্মী টকিজের নিবেদন—

মহাসম্পদ

কাহিনী : তুলসী দাস লাহিড়ী

প্রযোজনা, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার
(ইষ্টার্ণ টকীজের সৌজন্যে)

গান : কবি শৈলেন রায় (এম, পির সৌজন্যে)

সুর : গোপেন মল্লিক — তাঁকে সাহায্য করেছেন : গৌরী কেদার ভট্টাচার্য্য

নৃত্য পরিকল্পনা : প্রহ্লাদ দাস

চিত্রগ্রহণ : বীরেন দে — সাহায্য করেছেন : রতন দাস ও বীরেন কুশারী

শব্দানুলেখন : পরিতোষ বসু — সাহায্য করেছেন : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ চক্রবর্ত্তী

পরিচালনায় সহায়তা করেছেন : অমিয় ঘোষ • সরোজ ব্যানার্জী • নির্ম্মল সরকার • কনক বরণ সেন • সুধীর মুখার্জী • সন্তোষ সেনগুপ্ত

ব্যবস্থাপনা : পশুপতি কুণ্ডু (ইষ্টার্ণ টকীজের সৌজন্যে) — সাহায্য করেছেন : অতুল স্বর্ণকার

'সেট' পরিকল্পনা : জ্যোতি সেন

'মেক' আপ : ত্রিলোচন পাল — সাহায্য করেছেন : সুরেশ রায়

সাজিয়েছেন : সন্তোষ নাথ

আলোক নিয়ন্ত্রণ করেছেন : নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রূপালী (কলিকাতা) চিত্রগৃহে সিনেমার দৃশ্যগুলি গ্রহণ করিতে দিয়া চিত্রগৃহের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

পুরুষ চরিত্রে রূপ দিয়েছেন :

অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী, মিহির ভট্টাচার্য্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, পশুপতি কুণ্ডু (ইষ্টার্ণ টকীজের সৌজন্যে) বলীন, সুনীল, সন্তোষ দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, বিজয় কার্ত্তিক এবং আরো অনেকে।

নারী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন :

প্রভা, নিভাননী, ছোট ছায়া, রমা, বনানী (ইষ্টার্ণ টকীজের সৌজন্যে)
ছন্দা (ইষ্টার্ণ টকিজের সৌজন্যে)
এবং আরো অনেকে।

ইষ্টার্ণ টকীজের আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে
বেঙ্গল ন্যাশানাল ষ্টুডিওতে গৃহীত
ও
ইষ্টার্ণ টকীজের হাউস্টন ফুল অটোম্যাটিক ডেভলপিং যন্ত্রে প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুটন হয়েছে।

একমাত্র পরিবেশক : ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড্

মহাসম্পদ

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০।

বৈকাল ৪টার সময় অম্বিকা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান ইংরাজী শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দত্তের বিদ্যালয় ত্যাগ উপলক্ষ্যে একটী বিদায় সভা আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্রদের পক্ষ হইতে অভিভাষণ পড়া হইতেছে :

হে অশেষ শ্রদ্ধাভাজন গুরুদেব !

আপনার শিক্ষা, সততা, সাহস, দাক্ষিণ্য, স্বদেশপ্রেম, সত্যানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দয়া ও সহানুভূতি আপনার মহাসম্পদ। এই মহাসম্পদ আপনার ভাবীজীবনকে নিশ্চয়ই অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত ও গৌরবান্বিত করিবে— সেই নিশ্চিৎ ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় থাকিব আমরা—

আপনার গুণমুগ্ধ ও স্নেহধন্য—
ছাত্রবৃন্দ।

বিদ্যালয়ের সভাপতি করুণ কণ্ঠে অনুকূলকে হারাইবার ব্যথা জনাইয়া তাঁহার চলিয়া যাইবার কারণ সম্বন্ধে বলিলেন :

যে সময়ে সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে প্রায় পাঁচগুণের বেশী হয়েছে সেই সময়েই আমাদের বিদ্যালয়ের আয় কমে হয়েছে প্রায় অর্দ্ধেক—তাই কিছু শিক্ষক কমানো ছাড়া স্কুল চালানো অসম্ভব দেখে অনুকূলবাবু নিজেই চলে যাচ্ছেন আমাদের ছেড়ে যাতে অন্য কোন শিক্ষক এই দুর্দ্দিনে চাকরী হারিয়ে কষ্টে না পড়েন।

* * * *

চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় যাইবার আগে অনুকূল যায় সুধার কাছে বিদায় লইতে। বেচারী সুধা! ছয় বৎসর আগে তাহার পিতার মৃত্যুর সময় অনুকূল তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া যে কথা দিয়াছিল তাহা আজও সে রাখে নাই—রাখিতে পারে নাই, সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়াও বিবাহের খরচ অনুকূল আজও যোগাড় করিতে পারে নাই। চল্লিশ টাকার মাষ্টারী করিয়া যদি সেই টাকা হইতে দরিদ্র ছাত্রদের স্কুলের বেতন, বই-এর দাম দিতে হয় আবার বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদেরই প্রাইভেট পড়াইতে হয় তাহা হইলে কী করিয়া অনুকূল

তাহার কথা রাখে? অনুকূলকে সুধা বোঝে, তাহারই কাছে লেখা-পড়া শিখিয়া সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুকূলের মহত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। কিন্তু গোল বাধায় গ্রামের লোকেরা তাহার মাকে অন্য রকম বুঝাইয়া; তাই সেদিন অনুকূলকে দেখিয়াই সুধার মা জিজ্ঞাসা করিল:

হাঁ বাবা বিয়ে ক'রে ত কলকাতায় যাবে? গাঁয়ের লোকেরা সব কত কি বলছে—আর সহ্য হয় না!

সুধা অনুকূলকে বাঁচায় তার মাকে তাড়াতাড়ি অন্য কাজে পাঠিয়ে দিয়ে। অনুকূল হেসে বলে:

মার মুখ ত চাপা দিলে কিন্তু দেশের লোকের মুখ চাপা দেবে কি করে?

সুধা: কারুর মুখই চাপা দিতে হবে না—তোমার একটা ভাল কাজ হলে আপনিই তাদের মুখ বন্ধ হ'য়ে যাবে।

* * * *

ভাগ্যক্রমে কলিকাতায় আসিয়াই অনুকূল তাহার বন্ধু সুহৃদের চেষ্টায় একটী ভাল চাকরীই পাইল। অনুকূল দিবা রাত্র পরিশ্রম করিয়া ৬৪,০০০ হাজার টাকার বিলের সমস্ত চুরি ধরিয়া বিল কাটিয়া ৩০,০০০৲ টাকা করিয়া দিল। কন্‌ট্রাক্টর অনুনয়, বিনয়, শতকরা ৫৲ কমিশনের লোভ দেখাইয়াও যখন অনুকূলকে তাহার আদর্শচ্যুত করিতে পারিল না তখন বেশী টাকা ঘুষ দিয়া অনুকূলকে হাতে হাতে পুলিশে ধরাইয়া দিবার জন্য ফাঁদ পাতিল। অনুকূল ঘুষের টাকা দেখিয়াই তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। যুদ্ধের বাজারে এত সততা অচল—কন্‌ট্রাক্টরের পক্ষ লইয়া অনুকূলের কোম্পানীর মালিক নিজেই আসিয়া অনুকূলকে বলে:

অনুকূলবাবু এ-কাজে আমরা অনেক লাভ করেছি, ৩০,০০০৲ টাকার জায়গায় ৫০,০০০৲ দিলেও আমাদের লাভই থাকবে। ওটা ৫০,০০০৲ করে দিন।

অনুকূল বিনীত ভাবেই বলে: এ কাজ আমি পারবো না, অসীমবাবু।

অসীম: কেন?

অনুকূল: কেউ ঠকাবে আর কেউ ইচ্ছে করে ঠকবে এর ভেতরে আমি থাকতে পারি না—যা লিখতে হয় আপনিই লিখে দিন।

অসীম: আমার কথা রেখেও আপনি পারেন না?

অনুকূল: না।

অসীম: তাহ'লে আমার আদেশ মনে করে ওটা ৫০,০০০৲ টাকা ক'রে দেবেন।

অনুকূল: মাপ করবেন—এ রকমের অন্যায় হুকুম মেনে চাকরী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নমস্কার।

* * * *

তিনমাস ধরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অনুকূল তাহার পছন্দমত চাকরী পাইল না। সামান্য যাহা কিছু লইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে, চরম অভাবের মধ্যে দিন কাটিতেছে, যে সমস্ত ছেলেদের স্কুলের মাহিনা সে দিত তাহা দেওয়াও আর সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু মেসে তিন মাসের টাকা বাকী পড়িয়াছে—চাকর আসিয়া খাবার বন্ধ করিবার নোটিশ দিয়া গেল। তবুও অনুকূল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যুদ্ধের বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন কাজ করিয়া নিরীহ লোকের মৃত্যুর কারণ সে কিছুতেই হইবে না। সুহৃদ তাহাকে বুঝায় যে আর দেরী করা উচিৎ নয়, হয়ত সুধাও তাহাকে ভুল বুঝিবে, হয়ত সুধার মতে যুদ্ধের বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজ খারাপ নয়—যে কাজ এই সময়ের প্রায় সকলেই করে, সেই কাজ না করিয়া বিবাহে আরও দেরী করা উচিৎ নয়।

অনুকূল নিরুপায়—একদিকে তাহার আদর্শ, অন্যদিকে সুধা, আর ঠিক এই সময়েই আসে অত্যন্ত লাভজনক ব্ল্যাক মার্কেটের একটী ব্যবসার সুযোগ।

কাহিনীর এই অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুকূলের জীবনে যে সমস্ত পরস্পর বিরোধী ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল চিত্রগৃহের পর্দ্দাই তাহার প্রকাশের একমাত্র স্থান।

(১)

আমাদের এই ধূলার ধরণীতে
ফুল ফোটে ফুল ঝরে,
হেথা হাসি আর সেথা আঁখি জলে ভরে।
হায় ভগবান খেলিছ এ কোন খেলা
হেথা গড়া আর সেথা শুধু ভেঙ্গে ফেলা।

—রেডিওর গান

(২)

জীবনের ক্ষুধা লাগি সুধা আছে আজো প্রিয়
যদি বা ফাগুন এলো বিদায় কভু না দিও।
জানি এ ফুলের মেলা রহিবে না চিরদিন
সুখনিশি এলো যদি কেন রবে উদাসীন।
কাছে এসো মালা পর বাঁশীধর রমণীয়,
স্বপনে ভরিয়া নাও প্রাণের পেয়ালাটিরে
কে জানে কবে ফিরে মিলিব তৃষার তীরে।
গোলাপের দিন এলো, এলো চামেলীর দিন
আজিকে রঙীণ সুরে বাঁধো, বাঁধো মনোবীণ
ক্ষণিকের এ মিলন হবে চির স্মরণীয়।

—বাঈজী

(৩)

রাধে, হাসি মুখে দাও গো বিদায় শ্যামলে—
আর নয়ন জলে ভিজায়োনা চোখের কাজলে
রাধে, বুকের আঁচলে
হাসি ভরা দুঃখে গড়া এই যে মোদের ধূলার ধরা
হেথা চাঁদ সুরযের ঝলক লাগে
মেঘ ঝরে গো বাদলে
আবার মেঘ ঝরে গো বাদলে
হেথায় ফুলের বনে কাঁটা যে রয় কাঁটার বনে ফুল
হেথা বিরহ মথুরা আর মিলন গোকুল
হেথা মিলন গোকুল
হেথায় দুখের ঘরে সুখের বাসা
কখন কাঁদা কখন হাসা
হেথা সুখের প্রদীপ আপনি জ্বলে
জ্বালাতে গেলে না জ্বলে।

—বাউল

(৪)

রজনী গন্ধা গো,
মাটির প্রদীপ জ্বলিবে এখনি
মোর সঙ্গীতে নিরজনে
জাগো তুমি জাগো।
দিনশেষে রবি ফিরে যায় ছায়া তীরে
পাখী ফিরে আসে আপন বাজন নীড়ে
শ্রান্ত চরণ ক্লান্ত পথিকে
তব সৌরভে ঢাকো।
মোর গান হায় পবন পাখায় উড়ে চলে গগনে
সন্ধ্যা তারার নীরব নিমন্ত্রণে
বন মর্ম্মরে দোলে অরণ্যহিয়া
শেষ বাঁশী বাজে রহিয়া রহিয়া
তন্দ্রা মগন গোধূলি লগন
স্বপন সুবাসে ঢাকো।

—বিপাসা

(৫)

আজি কোন দখিন হাওয়া
লতার ফুলে যায় দুলিয়ে
পাখী আজ কোন সুরে গান যায় শুনিয়ে
সহসা হৃদয় আমার এলো মেলো
বুঝি সে ফাগুন দিনের পরশ পেলো
বনে আজ ভ্রমর এলো গুণ গুণিয়ে—
জানি আজ পিয়াল বনের ছায়ে ছায়ে
তোমার খেলা
না হয় দিলে সময় কিছু আমার বেলা গো
আমার বেলা
ওগো আমায় বাঁধো পরস রাগে
পরস রাগে
চাঁপার বনে যাবার আগে
আমার হারা দিনের বেদন গুলি
নতুন করে দাও ভুলিয়ে।
আজি কোন দখিন হাওয়া -

—মালতী

(৬)

ব্যথার দোলায় দোলাও আমারে
হে নিঠুর বারে বার
মোর আপনার চেয়ে তুমি আরো আপনার।
তুমি এসেছিলে ফোটাতে কমল দলে,
আমার বিধুর অধীর অশ্রুজলে
নিজ হাতে তুমি সুরখানি বেঁধে,
ছিঁড়েছ বীণার তার।
আমি বেসেছিনু ভালো—তুমি দিলে শুধু হেলা
আমি বাঁধি খেলাঘর, ভেঙ্গে দাও তুমি খেলা
তোমার লাগিয়া যে প্রদীপখানি জ্বালি
বিফল বাতাসে নিভে যায় খালি খালি
তবু তুমি মোর স্বপনে সাধন
তবু তুমি ভাবনার।

—সুধা

ইষ্টার্ণ টকীজের পরিবেশনায় আসিতেছে :—

সুধীরবন্ধু প্রযোজিত—

★★ তাসের ঘর ★★

—: শ্রেষ্ঠাংশে :—

পাহাড়ী সান্যাল * শান্তি সান্যাল

ইষ্টার্ণ টকীজের পরিবেশনায় আসিতেছে ঃ--

★

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ

পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

ঃ রূপায়নে ঃ

ছন্দা, রেবা, পূর্ণিমা,

ধীরাজ, অবনী, নবদ্বীপ

প্রভৃতি।

★

ইষ্টার্ণ টকিজের

অনুরাগ

— পরিচালনা —

অমিয় ঘোষ

★

ঃ অভিনয় করেছেন ঃ

সরযূ, অপর্ণা, ছন্দা,

কানু

প্রভৃতি।

★

ইষ্টার্ণ টকিজের

সাহসিকা

রচনা ও পরিচালনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

★

ছন্দাদেবী

অভিনীত--

★

ইষ্টার্ণ টকিজের

মহীয়সী

রচনা ও পরিচালনা

সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার

Published by Eastern Talkies Limited and Printed at Prosanna Printing Press,
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

মূল্য দুই আনা